কালকূট।

(কাব্য।)

"সুধা আশে জলনিধি করিতে মন্থন,
উঠিল কপালক্রমে কালকূট বিষ॥"

কলিকাতা, ৬৭ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক

বিরচিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

৬ নং ভীম ঘোষের লেন,

গ্রেট্ ইডিন্ প্রেসে,

মেঃ ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত

সন ১২৯৫ সাল।

কালকূট।

প্রথম সর্গ

প্রস্তাবনা।

১

স্বপনের ন্যায় হ'তেছে স্মরণ ;
লেখনী বারেক ক'রেছি ধারণ,
জানি না কল্পনা, জানি না কবিতা,
বিদ্যা তালপাতে অভ্যাস দাগা।
ভূতলে কায়স্থকুলে জনমিয়া,
সংসার শমন কবলে সঁপিয়া,
কাঁদিতে জগতে অভাগা রয়েছে,
শ্লোকগুলি আছে হৃদয়ে দাগা॥

২

জগত নিরখি শ্মশান যেমন,
কোথা আমি কোথা বিদ্যা উপার্জ্জন,
সময়েতে মোটে আহার যোটে না,
কে ধারে স্বভাব প্রকৃতি ধার।

ভাষা ভাষা কথা লোকের বদনে,
ভাষা ভাস কথা বুঝিব কেমনে;
"তালপাত" সুধু স্মরণ র'য়েছে,
তাও "ক, খ," দাগা অভ্যাস যার ॥

৩

বিদ্যা কিছু নাই ধন কিছু নাই,
থাকিবেই কিসে এ অভাগার।
জনমি কেঁদেছি সদাই কাঁদিব,
কাঁদিতে জনম ভবে আমার ॥

৪

কুটীরে বসিয়া তরুতলে বসি,
নিশীথ সময়ে নদিতীরে বসি,
নিবিড় বিপিনে করিয়া গমন,
অবিরত কাঁদি কাটাব কাল।
যখন মানসে উদয় হবে,
জগদীশ বলি ডাকিব তবে,
ফল মূল খেয়ে জীবন ধরিব,
সময় হইলে লইবে কাল ॥

৫

কিন্তু—

আশা-গতি কোন পথেতে ধায়,
মানবের তাহা বোঝাই দায়,
কুহকিনী একি ঘটাজে দায়,
দুখের উপর উপজে হাসি।
লিখিতে কবিতা লেখনী ধরালে,
ব্রাহ্মণ চরিত্র লেখাতে বসালে,
কি লিখি এখন হ'তেছে ভাবনা,
বিপদ জলধি-মাঝেতে ভাসি॥

৬

সুমেল বেমেল ছন্দাদি নিয়ম,
কিছুই জানিনা কি ক'রে লিখি!
দারুণ করমে হইলাম ব্রতী,
বায়সী কখন হয় কি শিখী!

৭

অথবা—

আশার কুহকে হইয়া পতন,
বাসনা উচ্চেতে উঠিল যখন,
কায কি নিবারি মানস বেগ,
চেগেছে চাগুক্ কবিতা বাই!

পেয়েছি যাতনা পেয়েছি শোক,
না দেখি ধরায় আপন লোক,
সকল যাতনা সহিয়াছে প্রাণ,
সয়নি এখনো কভু অপমান,
সেটা কেন বাকি রাখিয়া যাই ?

৮

জগতের লোক ভালইবাসে না,
জগতের ধার কিছুই ধারি না,
লোকনিন্দা ভয় কেন বা তবে ?
নিন্দুক সকলে ব্রাহ্মণে হাসুক,
কবিকুল হাসে ভাল তা হাসুক,
হাসুক ভারত জগত হাসুক,
তাতেই আমার ক্ষতি কি হবে ?

৯

দুরাশা বলে—
ভয় কি তোমার নির্ভয়ে লেখো,
যা ইচ্ছা যায় তাই তুমি লেখো,
কেই বা তোমার তুমিই বা কার,
রেখো না রেখো না মনের খেদ

হ'ক ভস্ম কীট তোমাতেই রবে,
এতে উপকার কারো নাহি হবে,
জলেই ডুবুক আগুনে পুড়ুক,
পরে কি এ লেখা হবে না "বেদ"

১০

আদরে মানবে তাতেও বেস্,
না আদরে যদি তাতেও বেস্,
ধন মান নও কিসে তবে ভয়,
দুরাশা বচনে ঘুচিল ভ্রম।
থর্ থর্ থর্ কর কাঁপাইয়া,
অক্ষরগুলির অঙ্গ বাঁকাইয়া,
কবিতা কোমল হৃদয় ভেদিয়া
সজোরে চলিল মূঢ় কলম॥

১১

কল্ কল্ কল্ ভাগীরথী জল,
সাগর মিলনে বহিয়া চলে
টিপ্ টিপ্ টিপ্ জীবন প্রদীপ,
স্বভাবে হৃদয় গেহেতে জ্বলে॥

১২

ভীরুতা আঁধারে ঘেরা দশদিশ,
দাসত্ব কৌলীন্য তনয়া পণ।
হিংসা ব্যভিচার শ্বাপদনিকর,
সঘনে গরজি কাঁপায় বন॥

১৩

উন্নতির কর পদ জোরে বাঁধি,
পোড়ায় অনলে ভয়-দানব।
সেই চিতা ঘেরি দীনতা হীনতা,
হাসে হি হি হি হি করিয়া রব॥

১৪

পরশ্রীকাঁতর নাচে নিশাচর,
ধরিয়া ধরিয়া মানুষ খায়।
পিশিতবিহীন নীরস কঙ্কাল,
বিষাদ ধুলায় লুটায়ে যায়॥

১৫

এ ভীষণ দেশে সভয়ে গোপনে
গুটিকৃত নর করিছে বাস।
পবিত্র প্রণয় একতা আনন্দ
না পারে লভিতে সমাজ দাস॥

১৬

যদিও হৃদয়ে একতা প্রণয়,
উদয় হয় তো মিলায়ে যায়।
ছুঁতে নাহি ছুঁতে পেতে নাহি পেতে,
দেশাচারদৈত্য বিনাশে তায়॥

১৭

কিবা শিল্পকর কিবা চিত্রকর,
কিবা কবি গুণী যে জন হৌক।
যশ কি উন্নতি আশা সে দুরূহ,
হৃদয়ের আশা হৃদয়ে রোক্‌॥

১৮

কোন দেশ সেটী? সেই বঙ্গ এই
বঙ্গবাসী এরা সমাজ দাস।
এ ভীষণ স্থানে সহিয়া যাতনা,
এই নরগুলি করিছে বাস॥

১৯

এই বঙ্গে—
প্রণয় প্রণয় হয় মধুময়,
সকলেই কয় আমি বলি নয়,
আমি বলি নয় এই বঙ্গে নয়,
বল্লালী নিয়ম অবধি সে নয়,
ছিল কি না ছিল পূরব কালে।—
বলিতে পারি না, এখন তো আর,
দেখি না প্রণয় প্রণয়বিকার,
ভেদিছে আকাশ করুণ চীৎকার
থাকি সবে বাঁধা সমাজ জালে॥

২০

সহরে সহরে প্রতি ঘরে ঘরে,
গ্রামেতে পল্লিতে ভূধরে প্রান্তরে,
হৃদি পটগুলি খুলি যত্ন করে,
দেখ দেখি মেলি কল্পনা আঁখি।
হৃদয় বদন তন্ন তন্ন ক'রে,
খুঁজ প্রেম বাহিরে অন্তরে,
বালক অন্তরে যুবক অন্তরে,
দেখ নারী বুকে আছয়ে নাকি॥

২১

কিন্তু কই তাতে প্রকৃত প্রণয়,
স্বাধীনতা জ্যোতি কই তাতে রয়,
জীবন নাশক উগ্র বিষময়,
বঙ্গ দম্পতীর প্রণয় সুখ।
যে'দিকে নিরখি সকলি আঁধার,
সকলি অসার সব ধোঁয়াকার,
ভিতরে যাতনা জ্বলন্ত অঙ্গার,
গুমিয়া গুমিয়া পোড়ায় বুক্॥

২২

এই যে মিত্রতা এই ভালবাসা,
খুঁজে দেখ এতে ছলনার বাসা,
মুখেতে প্রণয় ভিতরের আশা,—
কপট জড়িত গরল মাখা।

তুমি আমি এক মুখেতেই কয়,
জিলিপির পাক প্রত্যেক হৃদয়,
স্বার্থপর নিজ স্বার্থ সাধি লয়,
চাটুতা শবদে বদন ঢাকা॥

২৩

কবি নই তবু লিখিব যতনে
সমাজ-চরিত্র, যাহার পীড়নে
দিবানিশি বারি ঝরিছে নয়নে,
যতেক রমণী মানস-পটে।
চিত্রকর নই তুলি রং নাই,
তথাপিও ছবি লিখিয়া দেখাই,
না কাঁদাতে পারি নিজে কেঁদে যাই,
মানসিক ভাব স্বভাবে উঠে॥

২৪

লেখনি প্রসূতা কবিতা আমার,
হয় তো জগতে হউক প্রচার,
না হ'লেও ক্ষতি নাহিক আমার
যশ ধন লিপ্সা কিছুই নাই॥

(ইতি প্রস্তাবনা নামক প্রথম সর্গ।)

দ্বিতীয় সর্গ



কল্পনা!

১

দারুণ বল্লালী কল, জ্বালিয়াছে যে অনল,
এখনো জ্বলিছে তাহা নিবিবার নয়।
হৃদি বিদারক রঙ্গ, সর্ব্বদা সহিছে বঙ্গ,
ভীরুজাতি বিপ্রপ্রাণে কত আর সয়?

২

বল্লাল কোথায় আর, কালগ্রাসে ছার খার,
আছে মাত্র বঙ্গমাঝে নামের নিশান।
তার পরে ভয়ঙ্কর, বঙ্গে উদে দেবিবর,
স্মরিলে যাহার কার্য্য কেঁপে উঠে প্রাণ॥

৩

ঘোর লোভী স্বার্থপর, নামে গায়ে আসে জ্বর,
বংশজে শ্রোত্রিয় ক'রে গেল মহাপাপ।
অপবাদ রাখে নাধা, কেহ নাহি দিল বাধা,
ভাল দেখাইয়া গেল আপন প্রতাপ॥

৪

সুরূপা সুগুণযুতা, নাথাই চট্টের সুতা
হাঁদাই যবন তারে করিল হরণ।
তাতে ধাঁদা দোষ হয়, তথাপিও জাত রয়,
ফুলে মেল কুলীনের আদিম কারণ॥

৫

সবার মুদিত আঁখি, ভাল দিয়া গেছে ফাঁকি,
কুলীন ছত্রিশ ভাগে বিভক্ত করিয়া।
উলটি পালটি করি, বাঙ্গালার সুখ হরি,
গিয়াছে বিষাদ রূপ অনলে জ্বালিয়া॥

৬

সে অবধি একতার, দেখা নাহি পাই আর
সে অবধি উঠিয়াছে দলাদলি বাই।
শ্রোত্রিয় বংশজ যারা, সে অবধি কাঁদে তারা,
সে অবধি ভ্রূণহত্যা দেখিবারে পাই॥

৭

কুলীনের মেয়েদের, অদৃষ্টে ঘটেছে ফের,
সে অবধি মনোমত পতি নাই পায়।
মনোমত দূরে থাক্, কারো বা মূলেই ফাঁক,
পালটি মিলন বিয়ে বিয়ে হ'য়া দায়॥

৮

আইবুড়ী চিরকাল, হায় রে কৌলীন্য কাল,
আসিয়া বঙ্গের সুখ ক'রেছিস্ গ্রাস্ ?
কোথা সর্ব্বদারী বিয়া, কোথা স্বয়ম্বর ক্রিয়া,
সবাই বিষাদে শীর্ণ সমাজের দাস ॥

৯

বঞ্চনার ক্রূরতার, বৃদ্ধি দেখি অনিবার
প্রতিঘরে হাহাকার সন্তোষ বিরাম।
নব গুণ কিছু নাই, পুড়িয়া হ'য়েছে ছাই,
হায় রে বল্লালী কলে এই পরিণাম ॥

১০

ভাবিয়া বঙ্গের দুখ, মলিন-লেখনি-মুখ,
কাঁদিয়া লিখিতে যায় বঙ্গের দুর্দ্দশা।
কুলীনে কৌলীন্য-মদে, টলিতেছে পদে পদে,
কি জানি করেবা ক্রোধ হয়না ভরসা ॥

১১

কিন্তু ঘোর অত্যাচার, প্রাণে নাহি সহে আর,
সশোকে বিষাদে বলে কবি মসি মুখ।
আজি হোক্ কালি হোক্, শত বর্ষ পরে হোক্,
উপকার এতে হ'তে পারে একটুক্ ॥

১২

না হলেও ক্ষতি নাই, সুখ্যাতির আশা নাই,
সমাজের ছবি আঁকি যা হয় তা হবে।
যার দেহ শিরাময়, সচল শোণিত বয়,
বিপ্রের হীনতা দেখি থাকে কি নীরবে?

১৩

গ্রামে গ্রামে যথা যাবে, তথায় দেখিতে পাবে,
দলকুল ভ্রূণহত্যা খল দলপতি।
গরিমা সবার ভরা, সরা জ্ঞান করে ধরা
জানে নাহি ক্রমেতে হ'তেছে অধোগতি॥

১৪

"দেখ দেখি ব্রীটনিয়া, কি প্রুসিয়া কি রুষিয়া,
আপন উন্নতি তরে করি প্রাণপণ।
সাহসে করিয়া সঙ্গী, নদনদী গিরি লঙ্ঘি,
চূর্ণি বিজাতির শির পরশে গগণ॥"

১৫

ভীরু বঙ্গবাসী হই, ততদুর আশা কই,
তথাপি বিপ্র জাতির মিলন থাকুক।
পিতা পুত্রে বেঁজী সাপ, পদে পদে মনস্তাপ,
দেখাবার হ'লে দেখাতাম বাঁধি বুক॥

১৬

কেবল হুজুগ তুলে, দোষ দেখাইয়া কুলে,
ছিদ্র পেয়ে পরস্পর মারিতেছে জাত্।
আপনার দলে বসি, ধরে আনে রবি শশী,
রোষ বশে কেহ কারো নাহি খায় ভাত্॥

১৭

দ্বেষানলে জ্বলে দেশ, যাতনার—নাহিক শেষ,
কবে বা নির্ব্বাণ বল হবে এ অনল।
কবে সব বঙ্গবাসী, সমাজ কুপ্রথা নাশি,
শীতল করিবে হৃদি বরষিয়া জল॥

১৮

বিমল বিকাশে মুখ, কবে পরিণয় সুখ,
মলিন বঙ্গের ভালে শোভিবে আবার।
কবে হৃদিভেদ কর, করুণ দারুণ স্বর,
শ্রবণ বিবরে কভু পশিবে না আর?

১৯

কবে বা বাঙ্গালী জাতি, আঁধারে জ্বালিয়া বাতি,
নিরখিবে বরারোহা একতা বদন।
হবে না হবার নয়, অসার কল্পনা হয়,
দীন লাভ করে যথা স্বপনে রতন॥

২০

মনেতে বাসনা করে, গিরিচূড়া ধরি করে,
আকিঞ্চন করা মাত্র কাযেতে ঘটে না।
মিলায়ে বঙ্গের সনে, আঁকি চিত্র এক মনে,
পাকা রং করি যেন কখন চটে না॥

২১

উচ্চ আশা করি বটে, দেখি শেষে কিবা ঘটে,
লেখনী ধরিয়া করে অপার ভাবনা।
কিসে বঙ্গবাসী চিত, করিবারে বিমোহিত,
ভাবিয়া লিখিনু এই দ্বিতীয় কল্পনা॥

(ইতি কল্পনা নামক দ্বিতীয় সর্গ।)

তৃতীয় সর্গ।

সূচনা।

১

শিশির সময় প্রায় প্রহরেক নিশা।
কুয়াশায় পথিকেরা হারায়েছে দিশা॥
নড়ে না তরুর পাতা চলে না পবন।
দেখিছে সহস্র আঁখি মেলিয়া গগণ॥

২

বিহগ সরসি জল নীরব নিথর।
নদনদী-স্রোত মাত্র বহে তর্ তর্॥
ওই যে মলিন ভাবে শ্রীরাজ নগর।
কীর্ত্তি নাশা কীর্ত্তি যার করেছে অন্তর

৩

কোথা বা সে নবরত্ন কোথা রাজ-বাস।
কালের মহিমা মাত্র হ'তেছে প্রকাশ॥
মানব কল্পিত কীর্ত্তি কল্পিত নিয়ম।
হবেই সময় বলে তার ব্যতিক্রম॥

৪

কারো দীর্ঘকাল থাকে কারো অল্পে যায়।
যত্নই করনা শেষে ধ্বংশতাকে পায়॥
যশস্বীর যশ মাত্র কবি-মুখে রয়।
কুপ্রথা কুকীর্ত্তি কভু চিরস্থায়ী নয়॥

৫

সমাজের নৃপতির কুপ্রথা যা রহে।
সে সমাজ বদ্ধ যারা দীর্ঘকাল দহে॥
কিন্তু তাহা চিরস্থায়ী কখন হবে না।
প্রবাহিলে জ্ঞান স্রোত কদাচ রবে না॥

৬

কোথায় সিরাজ তার নিষ্ঠুর আচার।
আছে মাত্র ইতিহাসে কলঙ্ক তাহার॥
কোথায় বল্লাল সেন কোথা দেবিবর?
যাদের নিয়মে আজো দহিছে অন্তর॥

৭

যদিও এখন কিছু পরিবর্ত্ত তার।
প্রায় ধমনীতে আছে বিষের সঞ্চার॥
পদে পদে সমাজের ঘোর অত্যাচার।
বঙ্গবাসী ভীরু প্রাণে কত সয় আর?

৮

ওই যে দেখিছ ওই কীর্ত্তিনাশা কুলে।
বসিয়া নবীনা এক বটবৃক্ষ মূলে॥
যদিও রজনী বটে নিবিড় আঁধার।
যাও কাছে দেখ সমাজের অত্যাচার॥

৯

কমল কলিকা আহা তরল বয়সে।
নদীতীরে নিরজনে বসি কি সাহসে?
ভয়েতে না হয় যারা গৃহের বাহির।
আজি কি তাহার স্থান হলো নদীতীর?

১০

নিঃসরে নিশ্বাস সহ বিষাদ বচন।
ওহো এই বঙ্গদেশ সমাজ বন্ধন ?
এতই কি বঙ্গবালা এত পাপাধীনা ?
কাটিতে সমাজ বেড়ী কভু কি পারি না।

১১

বিধি এই নিবেদন চরণে তোমার।
বঙ্গের অবলা যেন করো নাকো আর ?
হইব বনের পাখী বনের হরিণী।
তবু নয় কভু নয় বন্দী পরাধিনী॥

১২

দেহ যত শত শত সহিব যন্ত্রণা।
তথাপি করোনা মোরে বঙ্গকুলাঙ্গনা॥
পড়িল সজোরে শ্বাস হৃদয় ভেদিয়া।
ঝরিল দু বিন্দুনীর আঁখি উছলিয়া॥

১৩

চকিতা হরিণী যথা নিষাদ শঙ্কায়।
ভয়ে ভয়ে বিধুমুখী চারিদিকে চায়॥
আবার নিশ্বাস পড়ে আবার আবার।
"সুরেণ" মধুর-ধ্বনি "সুরেণ" আমার॥

১৪

"দামিনী জনম মত মাগিছে বিদায়।
ভুলনা আমায় প্রিয়ঃ ভুলনা আমায় ॥
পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী কুলীন নন্দিনী!
নতুবা জীবন কেন ত্যজিবে দামিনী ॥

১৫

"সুরেণ" বংশজ হায় "সুরেণ" আমার।
ধিক্‌রে কুলীন্ ধিক্ ধিক্ দেশাচার ॥
প্রণয় কি বাঁধা থাকে সমাজ বন্ধনে?
আবার দু বিন্দু নীর ঝরিল নয়নে ॥

১৬

নিবিড় আঁধার ভেদি এমন সময়।
টিপি টিপি আলো জলে অনুভব হয় ॥
যতই নিকটে আসে ততই উজল।
আলোকিত নদীতীর বটবৃক্ষতল ॥

১৭

"কি হলো কোথায় গেলো?" কোলাহল হয়
চমকে কুমারী আহা চমকে হৃদয়!!
নিকটে স্থবির এক বাতি হাতে ক'রে।
"এই এই ধর্ ধর্" প্রায় ধরে ধরে ॥

১৮

দামিনী দামিনী সমা হইয়া চঞ্চলা।
কুলে ছোটে পাগলিনী হইয়া উতলা ॥
"কে ধরে ধরিবি যদি আয় তোরা আয়।
এইবার কুলক্রিয়া দামিনী বিদায় ॥

১৯

"সুরেণ্" ! "সুরেণ" ! "তুমি ভুলনা আমায় ?"
জন্মশোধ অভাগিনী দামিনী বিদায় ॥
কীর্ত্তিনাশা উপকুলে হ'তে দিয়া ঝাঁপ্।
দামিনী জনম মত এড়ায় সন্তাপ্ !!

২০

"দামিনী ? দামিনী কই ?" দামিনী আমার ?"
ছুটিয়া আসিল একে সুষমা-আধার ?
"দামিনী দামিনী কই ?" ভেদি স্রোত-জল—
সুশ্ব তুলি "প্রাণেশ্বর" বলে ধরাতল ॥

২১

পাগল তরুণ বলে পলাবে কোথায় ?
পড়িল ঝাঁপিয়া বেগে সুন্দরী যথায়—
উঠেছিল মুখ তুলি সেই স্রোতে হায় !
পড়িতেই নদীগর্ভে অমনি তলায় ॥

২২

"তরি আন্ জাল আন্" কূলে কলরব।
ছুটিতেছে চারি দিকে ঘোর ব্যস্ত সব॥
লেখনী দারুণ শোক লিখিয়া কাঁদায়।
ওই দেখ দেশাচার জলে ডুবে যায়?

(ইতি স্থচনা নামক তৃতীয় সর্গ।)

চতুর্থ সর্গ।

পাগলিনী।

১

আলু থালু কেশ, আলু থালু বেশ,
মলিন বসনা কে পাগলিনী?
রূপের প্রভায়, উজল কানন,
কে এই বয়সে বনচারিণী?

২

উদাস উদাস, প্রাণের ভিতর
হায় রে মলিন কুসুম কলি।
কমল কোরকে, পশিয়াছে কীট,
সময়ের দোষে ঘটে সকলি॥

৩

ধুলি মাখা গায়, কেঁদে কেঁদে যায়,
সুরেণ! সুরেণ! করুণ রব।
এই ভালবাসা, এই পরিণাম,
ফুরাল আমার ফুরাল সব॥

৪

পাতা মর্ মরে, সুন্দরী শিহরে,
ফিরে দেখে বুঝি সুরেণ আসে।
আবার বিষাদ, আবার হতাশ,
নয়ন কমল সলিলে ভাসে॥

৫

স্বপনের ন্যায়, হতেছে স্মরণ,
তুলিলাম মুখ প্রাণেশ বলে।
মধুর কাকলী, দামিনী বলিয়া,
প্রাণেশ আমার ঝাঁপিল জলে॥

৬

করে কর মাত্র, হইল পরশ,
পড়ে নাকো মনে পড়ে না আর।
অতল গভীর, জলে ডুবিলাম,
কোথায় জগৎ সব আঁধার!!

৭

ভাবিলাম দূর, হইল যন্ত্রণা,
এ জনম-ক্লেশ ঘুচিল মোর ?
ডুবিয়াও আমি, পুনঃ বাঁচিলাম,
ভবেতে ভুগিতে যাতনা ঘোর !!

৮

হৃদয় ভেদিয়া, পড়িল নিশ্বাস,
কমল উছলি বারি উঠিল।
রূপে করি আলা, পাগলিনী বালা
পুনঃ পিছু পানে বেগে ছুটিল ॥

৯

যত ছুটি যায়; ততই কানন,
ততই নিবিড় ঘন পাদপ।
দিবসে আঁধার, ভয়ঙ্কর স্থান,
ধরাতল নাহি স্পর্শে আতপ ॥

১০

কোথা নদীতীর, কোথায় সুরেণ,
ক্ষুধায় তৃষায় বিকল মন।
যে দিকে নিরখে, সব অন্ধকার,
শ্বাপদ সঙ্কুল নিবিড় বন ॥

১১

কভু পায় পায়, চলিতে জড়ায়,
লুটায় ধুলায় রূপের ডালা।
কে আর তথায়, ধরে তোলে তাঁয়,
নিকটেতে নাহি চিকণ কালা॥

১২

আবার উঠিয়া, চলিল ছুটিয়া,
হায় রে সুন্দরী পাগলী পারা।
কি করে ক্ষুধায়, কি করে তৃষায়,
যার ভালবাসা হয়েছে হারা॥

১৩

সকলি আকাশ, সকলি হতাশ,
ছিন্ন বৃন্ত হায় কুসুম যথা।
হারায়ে দুকুল, ভাবিয়া আকুল,
অযতনে পড়ি কনক লতা॥

১৪

কই প্রাণাধার, সুরেণ আমার,
ঘন ডাকে বালা সুরেণ বলে।—
যত ভালবাসা, যত সুখ আশা,
জনমের মত ডুবিল জলে॥

১৫

আহা মরি মরি, হায় লো সুন্দরি,
সর্ব্বনাশী তোমার প্রেমানুরাগ।
যা ভাল বেসেছ, দুঃখেতে ভেসেছ,
মরণে মিশাবে সমাজ দাগ॥

রূপে আলো করি বালা কেঁদে কেঁদে যায় রে।
অভাগিনী বিষাদিনী কে নিবারে তায় রে?
যায় যায় ফিরে চায় ভয়ে কাঁপে কায় রে।
চলিতে চলিতে জড়াইছে পায় পায় রে॥
ক্রমে ক্রমে দিনকর অস্তাচলে যায় রে।
নিবিড় আঁধার আসি গ্রাসিল ধরায় রে॥
কমলকলিকা আহা আতঙ্কে শুকায় রে।
কোথায় আশ্রয় পায় নাহিক উপায় রে॥
দিকা দিক নাহি জ্ঞান বেগে বালা ধায় রে।
তরুতে আঘাত লাগি ভূমেতে লুটায় রে॥
আ মরি বদন ভাসে শোণিত ধরায় রে।
আঘাতে কুসুমলতা চেতন হারায় রে॥
ধিক্ ধিক্ দেশাচার ধিক্ বিধাতায় রে।
কেন নিরমিলে বিধি এ বঙ্গবালায় রে।

মরি মরি সুকুমারী ভালবাসা দায় রে
জনমের মত ওই লইছে বিদায় রে ॥



নিশীথ সময় ঘোর জগৎ নীরব।
মাঝে মাঝে ফুকারিছে কেবল ফেরব ॥
ঝিল্লির ঝঙ্কার সদা শার্দ্দূল হুঙ্কার।
শাখা আবরিত শূন্য নিবিড় আঁধার ॥
মাঝে মাঝে বিহঙ্গের পক্ষের ঝাপট—
হস্তি কর্ণ সঞ্চালন শব্দ পটাপট্ ॥
পলায় হরিণকুল আক্রমিছে হরি।
আর্ত্তরবে ডাকে ভেক গ্রাস করে হরি ॥
শয়নের বাস সম কানন বিপুল।
তরুতে তরুতে জ্বলে খদ্যোতিকাকুল ॥
বুভুক্ষিত ব্যাঘ্র এক জিহ্বা নিকলিয়া।
দামিনী শিয়র দেশে রয়েছে বসিয়া ॥
লোভে লালা ঝরি পড়ে কুমারী বদনে
হায়রে কুসুমলতা আছে অচেতনে ॥
আবার ঝরিয়া পড়ে টস্‌টসি লাল।
ভিজিল কমলমুখ নিটোল কপাল ॥
শীতল পাইতে বোধ চেতন পাইয়া।
ধরা ত্যজি পাগলিনী বসেন উঠিয়া ॥

দেখেন সম্মুখে বসি সাক্ষাৎ শমন।
ভয়েতে বিনোদবালা মুদিল নয়ন॥
সজীব শিকার দেখি সাহ্লাদে শার্দ্দূল।
বসিল করিয়া লক্ষ আস্ফালি লাঙ্গুল॥
ভীষণ গর্জ্জনে ব্যাঘ্র কাঁপাইল বন।
হায়রে কুমারী পুনঃ হ'ল অচেতন॥
লম্ফ দিয়া যেই ব্যাঘ্র করিবে শিকার।
বেগে তীক্ষ্ণতীর আসি চক্ষে পশে তার॥
ধরায় লুটিল ব্যাঘ্র করি ভীমনাদ।
ছুটিয়া আসিল দুই কালান্ত নিষাদ॥
ভ্রূসঙ্গিতে ব্রহ্মরন্ধ্রে পুনঃ দুই শর।
হানিল পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় ব্যাঘ্রবর॥
দেখিল কুমারী আছে হইয়া অজ্ঞান।
কোলে করি ব্যাধদ্বয় হয় অন্তর্দ্ধান॥
ভীষণ নিবিড় বন অন্ধকারময়।
নীরব গম্ভীর ভাবে মৌনী হয়ে রয়॥
সুখশয্যা ত্যাগ করি স্নান বেশ ভূষা।
তামস কপাট খুলি দাঁড়াইল ঊষা॥
কি ফল থাকিয়া আর ভয়ঙ্কর বনে।
বিদায় হইল কবি লেখনীর সনে॥
(ইতি পাগলিনী বর্ণনা নামক চতুর্থ সর্গ।)

পঞ্চম সর্গ



কবি-প্রবোধ।

১

লইয়া কণকলতা, চলিল কুটীর যথা,
বিকট নিষাদ দুইজন।
পার হয়ে বনস্থলি, অদূরে শ্বপচ পল্লি,
বিশৃঙ্খল কদর্য্য গঠন॥

২

পত্রে ছায়া কুঁড়ে ঘর, পত্রবেড়া জীর্ণতর,
জীর্ণ শীর্ণ পত্রের আগড়।
পশুহাড় ছড়াছড়ি, মুণ্ড যায় গড়াগড়ি,
কোনটা করিছে ধড় ফড়্॥

৩

হরিণ বরাহ ভেড়া, শূকর মহিষ মেড়া,
বাঁধা রহিয়াছে স্থানে স্থানে।
অঙ্গময় মাখা মাটি, গলায় লোহার কাঁটি;
ব্যাধ শিশু পশু ধরে টানে॥

৪

করিতেছে ছুটাছুটি, লাফা লাফি হুটাপুটি,
পাখী ধরে পাখা ছিঁড়ে ফেলে।
পতঙ্গ ধরিয়া নিয়া, পাখা ছিঁড়ি ফেলি দিয়া,
কদর্য্য নিঠুর খেলা খেলে ॥

৫

যতেক বালক মিলি, গোধিকা আগুনে ফেলি,
নৃত্য করে করতালি দিয়া।
দগ্ধ হলে তুলি তায়, নুন মাখাইয়া খায়,
ব্যাধবালা খেলে পাখী নিয়া ॥

৬

ছেঁড়া চেটা ছেঁড়া কাঁথা, কুটীরেতে শয্যাপাতা,
দারুণ দুর্গন্ধে উঠে নাড়ী।
হরিষে নিষাদ দারা, পশুমাস কাটি সারা,
সিদ্ধ করে চড়াইয়া হাঁড়ি ॥

৭

ব্যাধের নিবাস স্থান, শ্মশান সমান জ্ঞান,
কুক্কুর চিবায় পশু হাড়।
কোনটা ভীষণ ডাকে, শকুনি ছোঁয়ান কাকে,
উড়ে দেখে বাঁকাইয়া ঘাড় ॥

৮

সুবিধা যখন পায়, ছোঁ মারিয়া লয়ে যায়,
নাড়ি ভুঁড়ি অস্থি যাহা হয়।
দেখিলে শুকায় মুখ, গুরু গুরু করে বুক,
লোকালয় নহে যমালয়॥

৯

দিবা প্রহরেক গত, অংশুপুঞ্জ শত শত,
দেছে উষ্ণ রৌদ্র ছড়াইয়া।
তীর কাঁড় হাতে করি, দুইটা বরাহ ধরি,
এক আসে আগু বাড়াইয়া॥

১০

পশ্চাৎ নিষাদ কোলে, হেরি মুনি মন ভোলে,
স্বর্ণলতা আছে মৃত প্রায়।
পল্লিতে পশিল যবে, যুবা শিশু বৃদ্ধ সবে,
কুমারিরে দেখিবারে ধায়॥

১১

রূপ দেখি চমৎকার, পলক না পড়ে আর,
দেবী ভাবি নমস্কার করে।
দামিনীকে ক্রোড়ে নিয়া, নিষাদ কুটীরে গিয়া,
সমর্পিল বণিতার করে॥

১২

অবাক্ নিষাদ জায়া, জন্মিল সন্ততি মায়া,
বারি আনি সিঞ্চে বিধুমুখে।
কুমারী রে ক্রোড়ে করে, তালবৃন্ত লয়ে করে,
যতনে বীজন করে সুখে॥

১৩

কিছুক্ষণ শুশ্রূষায়, দামিনী চেতন্ন পায়,
বিকাশিল কমল নয়ন।
নিরখিয়া সবিস্ময়, এত সে কানন নয়,
কোথা সেই শার্দ্দূল ভীষণ॥

১৪

কোথায় জীবন যায়, কোথা ক্রোড়ে শুশ্রূষায়,
পুনর্ব্বার হইল চেতন।
কদর্য্য পাতার কুঁড়ে, ভন্ ভন্ মাছি উড়ে;
ঘর ভরা পশু পক্ষীগণ॥

১৫

খুঙ্গিতে শাসায় সাপ, পিঞ্জরে ব্যাঘ্রের দাপ,
খাঁচায় পাখীর কলরব।
পশু চর্ম্ম শৃঙ্গ হাড়, বর্শা টাঙ্গী তীর কাঁড়,
চারিদিকে ঝুলিতেছে সব॥

১৬

দুর্গন্ধেতে উঠে নাড়ী, ঠিক এ যমের বাড়ী,
যমদারা আছে কোলে করে।
কূপ চক্ষু বক্র নাক্, রূপে লজ্জা পায় কাক্,
বক্র নাশা স্পর্শিয়া অধরে॥

১৭

ভীম আস্য মাঝা ভাঙা, তাম্বুলেতে দন্তরাঙা,
মোটা শাটী পশু চর্ম্ম প্রায়।
মলিন যেমন "ছালা", গলায় পলার মালা,
কাঁসার গহনা হাতে পায়॥

১৮

কাণেতে শাঁক্তির চাকি, স্তনেতে উদর ঢাকি,
তলপেট করেছে পরশ।
ঝাঁকড় মাকড় চুল, তাতে গোঁজা ঘেঁটু ফুল,
তৈল বিনা করে খস্ খস্॥

১৯

উকুননিকির ঝাঁক, বাসা করি লাখে লাখ্,
মাথা নাড়ে ঝর্ ঝর্ ঝরে।
শিকড় মাদুলী যত, চুলে বাঁধা ঝুলে কত,
দেখি বালা পরাণ শিহরে॥

২০

ভয়েতে মুদিল আঁখি, ব্যাধ জায়া কহে ডাকি,
ভয় কি মা দেখ চক্ষু চেয়ে।
বাঁচায়ে বাঘের করে, কর্ত্তা আনিয়াছে ঘরে,
তুই মোর প্রাণাধিকা মেয়ে॥

২১

যদি মা ব্যাধের ঘরে, এসেছিস্ দয়া করে,
একবার কোলে উঠে বোস্।
আমার কি পুণ্য আছে, দয়া করে মোর কাছে,
যদি তুই দুটো কথা কোস্॥

২২

রূপে বল কিবা করে, আহা রে দয়ার স্বরে,
কার্না হৃদয় দ্রব হয়?
উঠিয়া বসিল বালা, রূপে কুঁড়ে করি আলা,
সজল নয়নে কথা কয়॥

২৩

কে মা তুমি কার নারী, ছলনা বুঝিতে নারি,
বাঁচাইলে দয়া প্রকাশিয়া।
মায়া পূর্ণ নারীকায়, কোকিলা ঝঙ্কারে হায়,
সাহ্লাদেতে ফেলিল কাঁদিয়া॥

২৪

আবার কোলেতে করে, কহে গদ গদ স্বরে,
কি সাধ্য বাঁচাই তোরে আমি।
তীর কাঁড় লয়ে করে, পশু বধিবার তরে,
রেতে বনে গিয়াছিল স্বামী॥

২৫

সঙ্গেতে দেবর যায়, সহসা দেখিতে পায়,
বাঘে তোমা করিছে শিকার।
তাই তারে বধ করে, তোমায় এনেছে ঘরে,
ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বর তোমার॥

২৬

মাথা খাস্ সত্য কবি, মা তুই কি দেবী হবি,
মানবী হইলে কেন বনে ?
পাপিনীরে কৃপা করে, এসে দেখা দিলি ঘরে,
বল মাগো সন্দ বড় মনে॥

২৭

দিতে বালা পরিচয়, নয়ন কমলদ্বয়,
অশ্রুপূর্ণ করে টল্ টল্।
মনে জাগে সমুদয়, পিতা মাতা স্ব-আলয়,
প্রতিবাসী বান্ধব সকল॥

২৮

আর জাগে উহু মরি, বারিবিন্দু আর ধরি,—
নয়ন রাখিতে নাহি পারে।
কমগণ্ড ভিজাইয়া, পদ্মকলি ভাসাইয়া,
ধরা শিক্ত করে শতধারে ॥

২৯

মনে পড়ে ছেলেবেলা, ফুল তোলা বাল্যখেলা,
মনে পড়ে পাঠ এক সঙ্গে।
মনে পড়ে ভালবাসা, আর কি ? ওহো দুরাশা,
শিহরিল কুমারী আতঙ্কে ?

৩০

নিজ জীবনের তরে, দামিনী শিহরে ডরে ?
তা নয় সে সুরেণ কারণ।
কোথা সে মোহন কায়, আর কি পাবনা তাঁয়,
নদি গর্ভে হয়েছে মগন ॥

৩১

জনমের মত তাঁরে, আর আমি পাবনারে,
গুমে গুমে উঠিল কাঁদিয়া।
ছেড়ে দেমা ব্যাধ জায়া, কেন মা বাড়াস মায়া,
কণ্ঠরোধ পড়িল ঢলিয়া ॥

৩২

সকাতরে ব্যাধদারা, মুছাইয়া অশ্রুধারা,
বলে ওমা কেঁদ না কেঁদ না।
পরিচয় পেলে পরে, পাঠাইয়া দিব ঘরে,
চিন্তা কিগো ভেবনা ভেবনা॥

৩৩

বড় মানুষের মেয়ে, ব্রহ্মপুত্র যোগ পেয়ে,
বুঝি স্নানে যেতে ছিলে সবে।
ঝড় বৃষ্টি হয়ে খুবি, হয়ে গেছে নৌকা ডুবি,
বেঁচে এসেছিস্ ভাই হবে॥

৩৪

বিধাতা বাঁচাবে সবে, কেঁদে আর কিবা হবে,
বাড়ী যাবে তার কি ভাবনা।
দামিনী করুণ স্বরে, বলে মা জনম তরে,
আর আমি বাড়ীতে যাব না॥

৩৫

এবে সন্ন্যাসিনীবেশে, বেড়াইব দেশে দেশে,
দেব দেবী করি আরাধনা।
ব্রাহ্মণের মেয়ে হই, পরিচয় ইহা বই,
আর আমি কিছুই দেব না॥

৩৬

পদধূলি নিয়ে শিরে, ব্যাধ জায়া ধীরে ধীরে,
বলে ধন্য মোর কুঁড়েখানি।
পদধূলি পাব তোর, কিবা পুণ্য ছিল মোর,
পূর্ব্বকৃত কিছুই না জানি॥

৩৭

কথোপকথন ক'রে, ব্যাধদ্বয় আসি ঘরে,
ভক্তিভাবে করে নমস্কার।
ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে, জায়ারে জিজ্ঞাসা করে,
পরিচয় পেয়েছ কি মার?

৩৮

শুনে নিষাদিনী কয়, সামান্য এ কন্যা নয়,
দেবী ইনি ব্রাহ্মণের মেয়ে।
করযুড়ি পুনর্ব্বার, করে দোঁহে নমস্কার,
চরিতার্থ পদধূলি পেয়ে॥

৩৯

জিজ্ঞাসে যুড়িয়া কর, বল মা কোথায় ঘর,
রেখে আসি চল সঙ্গে ক'রে।
ব্যাধ জাতি অনাচারী, খাই সদা পশু মারি,
অপরাধ নিয়োনা মা ধরে॥

৪০

করুণ কোমল স্বরে, কোকিলা ঝঙ্কার করে,
কাসনা যাইব চন্দ্রনাথ।
ব্যাধদ্বয় হর্ষভরে, পদধূলি শিরে ধরে,
যে আজ্ঞে বলিয়া যুড়ে হাত ॥

৪১

তখনি দুঃখিনী বালা, খুলি হার বাজু বালা,
অঙ্গে যত ছিল অলঙ্কার।
ব্যাধ করে সমর্পিয়া, বলে তুষ্ট হও গিয়া,
আর কিছু নাহিক আমার ॥

৪২

ব্যাধ বলে ওমা ছিমা, ছি ছি তুমি কর কি মা,
স্বর্ণ অঙ্গ শূন্যে পড়ে রবে।
দীনে আশীর্ব্বাদ কর, এই অলঙ্কার পর,
তোমার আশীষে সব হবে ॥

৪৩

কাঁদিয়া ফেলিল বালা, নিষাদ দিওনা জ্বালা,
আর রেখে কাজ কি অলঙ্কার।
ঘুচেছে সে সব সাধ, বিধি সেধেছেন বাদ,
চন্দ্রনাথে নে চল আমারে ॥

৪৪

ব্যাধ বলে কেঁদনা মা, তীর কাঁড় নেরে শ্যামা,
এসগো মা যাই চন্দ্রনাথে।
আসিয়া ব্যাধের ঘরে, দিলি দুঃখ দূর করে,
অলঙ্কার দেয় জাঁয়া হাতে ॥

৪৫

উঠিল কণকলতা, গৌরীর গমনে যথা,
মেনকা সেরূপ ব্যাধ জায়া।
কেঁদে উঠে কলস্বরে, বলে মা আসিয়া ঘরে,
কেন তুই বাড়াইলি মায়া ॥

৪৬

দুঃখে ফেটে যায় বুক, আহা মরি বিধুমুখ,
ম্লান তোর হয়েছে ক্ষুধায়।
জন্মেছি এমন জেতে, ক্ষুধার সময় খেতে,
নাহি দিতে পারিনু তোমায় ॥

৪৭

অনাহারে মরে যাবি, ফলটল কিছু খাবি,
ফলেতে কি দোষ আছে বল?
এত বলি শীঘ্র উঠে, খুঁজিয়া আনিল ছুটে,
গুটি দুই সুপক্ক শ্রীফল ॥

৪৮

এই ধর পথে খেও, কিছু দূর গিয়ে নেও,
কর্ত্তা সাবধানে যেও নিয়া।
মোর দফা শেষ ক'রে, মা তুই চলিলি ঘরে,
এত বলি ফেলিল কাঁদিয়া।

৪৯

দামিনী কাঁদিয়া বলে, ওমা কাজ নাই ফলে,
এ জনমে হবে না আহার।
প্রাণ দেছি যার করে, সে গেছে জনম তরে,
এখন মা মলেই নিস্তার॥

কেঁদে কয় নিষাদিনী, ছি ছি গো মা পাগলিনী,
কেন অকল্যাণ কথা কোস্।
মা আমার মাথা খাস্, এই ধর ফল খাস্,
আর গোটা তুই দিই রোস্॥

৫১

ব্যাধ নারী স্নেহ ভরে, শ্রীফল লইয়া করে,
বলে ওমা কাজ নাই আর।
রামা শ্যামা ব্যাধদ্বয়, তীরকাঁড় করে লয়,
নিষাদিনী করে হাহাকার॥

৫২

বুড়োবুড়ী মেয়েছেলে, আসে সবে ঘর ফেলে,
ব্যাধ পল্লি ভাঙ্গিয়া পড়িল।
কুমারী কুটীর হ'তে, বাহির হইল পথে,
রাহুমুক্ত শশী প্রকাশিল॥

৫৩

স্ত্রীপুরুষ সর্ব্বজন, রূপে মুগ্ধ হয়ে মন,
স্নেহে সব চক্ষে নীর ঝরে।
করি সবে নমস্কার, বলে কিবা কব আর,
কাঁদালি মা ক্ষণেকের তরে॥

৫৪

সবারে সম্ভাষ করি, শ্রীফল করেতে ধরি,
বিধুমুখী হলেন বিদায়।
ব্যাধদ্বয় আগে আগে, দামিনী পশ্চাৎ ভাগে,
কেঁদে কেঁদে সবে ফিরে যায়॥

৫৫

ব্যাধ পত্নী ভূমে পড়ি, কেঁদে যায় গড়াগড়ি,
বলে ওমা কেন এসেছিলি।
দারুণ মায়ায় তোর, বুকফেটে যায় মোর,
অভাগীরে প্রাণেতে মারিলি॥

৫৬

জন্মালে ব্রাহ্মণকুলে, রাখিতাম বুকে তুলে,
তা'হলে কি যেতে দিই আর।
ভিক্ষা করে খা'য়াতাম, কোলে কোলে রাখিতাম,
ঘরে ফিরে আয় মা আমার॥

৫৭

কবি বলে ধন্যাগো মা, কে বলে কুৎসিতা তোমা,
অন্তরেতে পরমা সুন্দরী।
ধন্যগো তোমার পতি, পবিত্র চরিত্র অতি,
কি ভক্তি দেখালে আহা মরি!

৫৮

যাও মা নিষাদ জায়া, পবিত্র তোমার কায়া,
তুমি গো মা পরমা সুন্দরী।
স্বামিসোহাগিনী হবে, পরম সুখেতে রবে,
কবি আমি আশীর্ব্বাদ করি॥

৫৯

দয়া ধর্ম্ম আছে যার, সমাজের অত্যাচার,
যে হৃদয়ে পায় নাই স্থান।
ব্যাধ তারে কেবা কয়, নিষাদ কখন নয়,
সেত হয় কুলীন প্রধান॥

নিষাদিনী যাও ঘরে, কেঁদনা অমন করে,
বৃথায় কাঁদিয়া কি হবে।
গৃহকার্য্য কর গিয়া, সুখে থাক স্বামী নিয়া,
কবি মা বিদায় হলো ভবে !

(ইতি কবি প্রবোধ নামক পঞ্চম সর্গ।)

ষষ্ঠ সর্গ।

আলাপ।

দুঃখিনী দামিনী মরি ব্যাধদ্বয় সনে।
চন্দ্রনাথ লক্ষ ক্রমে যান বনে বনে॥
কখন তরণীযোগে পদব্রজে কভু।
যদিও ক্লেশেতে ক্লান্ত শান্তি নাহি তবু॥
ব্যাধের আগ্রহে আর জীবন কারণ।
খেতে হয় তাই কিছু করেন ভক্ষণ॥
বাঁচিতে বাসনা নাই মূল কথা এই।
কোনক্রমে দৈবযোগে যদি বাঁচে সেই॥
তা হ'লে আবার দেখা হইতেও পারে।
ধন্য আশা পরাজয় কে করে তোমারে ?

এইরূপে পাঁচ দিন করিয়া ভ্রমণ।
পদ্মা নদীতীরে উপস্থিত তিন জন॥
তট ভাঙ্গি স্রোত চলে করি কুল্‌কুল্‌।
যত দেখ নাহি দেখা যায় পরকূল॥
আবর্জ্জনা ফেণরাশি সবলে লইয়া।
অসংখ্য আবর্ত্ত ছুটে ঘূরিয়া ঘূরিয়া॥
নির্ব্বাতেও ঠলে পদ্মা সর্ব্বদা চঞ্চল।
তালতরু সমভাসে কুম্ভীর সকল॥
তরি'পরে জাল ফেলে জালজীবিগণ।
অসংখ্য আরোহী তরি করিছে গমন॥
পদ্মা দেখি বিধুমুখী আঁখি ছল ছল।
আঁধার মনেতে হায় পড়িল সকল॥
সেই মত উচ্চ পাড় সেই নদীকুল।
আর নাহি থাকে স্থির পরাণ আকুল॥
ধীরে ধীরে তীরে গিয়া নিরখেন জল।
মৃদুল সমীরে করিতেছে টল্‌ টল্‌॥
জলরাশি ধায় সব কুল্‌কুল্‌ স্বরে।
দেখিতে দেখিতে বালা সহসা শিহরে॥
জলেতে সুচারু ছায়া একি চমৎকার।
সুরেণের মূর্ত্তি সেই সুরেণ আমার॥
সেই ভালবাসা মুখে মধুর কথায়—
কেঁদে বলে আছ মোর দামিনী কোথায়

ডুবিয়াও দেখা নাহি পেলেম তোমার।
দামিনী আমার কই দামিনী আমার?
কাঁদিয়া বলিল বালা বড় ভালবাসি।
সুরেণ এই যে তব চরণের দাসী॥
যেমন জলেতে বালা পড়িবে ঝাঁপিয়া।
ব্যাধদ্বয় কর ধরি রাখে বাধা দিয়া॥
কেঁদে বালা বলে ছেড়ে দেনারে আমায়॥
জনমের মত ওই সুরেণ যে যায়॥
পায়ে পড়ি ছেড়ে দেরে প্রাণে কাজ নাই।
ছেড়ে দে নাথের আমি সঙ্গে সঙ্গে যাই॥
ব্যাধদ্বয় বলে মা কি পাগলিনী হ'লে।
ক্ষেপা মেয়ে মহাপাপ জলে ডুবে মলে॥
আবার দেখেন জলে ছায়া বা কোথায়?
কেঁদে পাগলিনী মুখ জলে ভেসে যায়॥
ধীরে ধীরে সকাতরে পুনঃ উঠি তীরে।
ধরায় বসিয়া বালা ভাসে আঁখিনীরে॥
শিবিকা লইয়া স্কন্ধে এমন সময়।
নদিতীরে আসিল বাহক চতুষ্টয়॥
শিবিকা রাখিয়া তারা দূরেতে বসিল।
দ্বার খুলি নারী দুটী বাহির হইল॥
সম্মুখে দাঁড়ায়ে যেটি ষোড়শী যুবতী।
অনুভবে বোধ হয় মদনের রতী॥

পশ্চাতে দাঁড়ায়ে এক দয়ার প্রতিমা।
করুণা সুন্দরী প্রজ্ঞা রূপের গরিমা॥
সহসা দামিনী দিকে ফিরাতে নয়ন।
দেখেন কনকলতা করিছে রোদন॥
ভুলিল নয়ন হলো স্নেহের সঞ্চার।
কমল চরণ স্থির নাহি থাকে আর॥
চলিলেন ধীরে ধীরে কুমারীর কাছে।
যুবতীও তাঁহার চলিল পাছে পাছে॥
দামিনী সম্মুখে গিয়া সুমধুর স্বরে।
জিজ্ঞাসেন দয়াবতী করুণ অন্তরে॥
কেমা তুমি কার কন্যা বল কি কারণ।
ধরা বসি কেন মাগো করিছ রোদন?
প্রশ্ন শুনি সুন্দরীর শোক পরাপর।
শত গুণ হইয়া উথলে আর বার॥
ঝর ঝর অশ্রুঝরে ভাসায়ে বদন।
দয়াবতী বলে মাগো করোনা রোদন॥
বালা বলে পরিচয় কি কব মা আর।
জগতের হেয় কন্যা আমি বিধাতার॥
গিয়াছে মা আশা মম শুকায়ে মুকুলে।
নিরাশ্রয়া বিপ্রসুতা ভাসি মা অকূলে॥
বাসনা করেছি এই মানসে জননী।
চন্দ্রনাথে গিয়া আমি হইব যোগিনী॥

দয়াবতী হৃদি পূর্ণ হইল দয়ায়।
অমনিই করে ধরি উঠান বালায়॥
কেন মা কনকলতা হইবে যোগিনী।
তুমি মম কন্যা আমি তোমার জননী॥
অগ্রজা তনয়া "চারু" তুমি মা দ্বিতীয়া।
দুটী ভগ্নি সুখে রবে একত্রে থাকিয়া॥
ষোড়শী রূপসী যেটি নাম চারুশীলা।
কোকিল কাকলী স্বরে বিনোদে কহিলা॥
এস দিদি দুটী বনে একত্রে থাকিব।
প্রাণের অধিক ভাল তোমারে বাসিব॥
কাঁদিয়া দামিনী বলে যাবনা ভগিনী।
ভেবেছি জনম মত হব গো যোগিনী॥
চারু মাতা চারুশীলা আগ্রহ করিয়া।
হাত ধরি তুলে নিল অশ্রু মুছাইয়া॥
রমণী কোমল প্রাণ রমণীর স্নেহে।
আবার বাসনা হ'ল পশিবারে গেহে॥
বিশেষতঃ দামিনীর মনে আশা এই।
কোন মতে আমার অদৃষ্টে বাঁচে সেই॥
তাহ'লে তো পুনঃ দেখা কখনো হইবে।
ভবিষ্যতে মনো আশা অবশ্য পূরিবে॥
দামিনী ফিরায়ে মুখ যাবার সময়।
সবিনয় বচনেতে ব্যাধদ্বয়ে কয়॥

তোমরা দুজনে ওগো যাও গৃহে ফিরে।
গৃহে গিয়া কবে নিষাদিনী জননীরে॥
প্রাণে প্রাণে বেঁচে আছে ব্রাহ্মণ তনয়া।
অদৃষ্ট ক্রমেতে তার হ'ল না বিজয়া॥
ব্যাধদ্বয় কথা শুনি কাঁদিয়া ফেলিল।
বাষ্প গদগদস্বরে কহিতে লাগিল॥
পাপিষ্ঠ এ ব্যাধদ্বয় বিদায় এবার।
জনমেতে আর দেখা পা'বনা তোমার॥
পলকের তরে গিয়া দীনের কুটীরে।
জনমের তরে ভাসাইলে অশ্রুনীরে॥
চারুশীলা মাতা বলে কেবা দুইজন।
কি কারণে ও'র শোকে করিছ রোদন॥
দামিনী বলেন মাগো নিষাদের কুলে।
বোধ করি ধর্ম্ম নিজে জন্মিয়াছে ভুলে॥
মৃতকল্প ছিনু যবে কাননে নিশায়।
ব্যাঘ্র গ্রাসে রক্ষা দুটী করেছে আমায়॥
এতদূর ভক্তি স্নেহে দেখিনা নিষাদে।
তাই মা বিদায় দিতে দুঃখে প্রাণ কাঁদে॥
শুনি চারুশীলা বালা খুলি অলঙ্কার।
ব্যাধদ্বয়ে তখনি দিলেন পুরস্কার॥
অস্বীকার করিবারে যায় ব্যাধদ্বয়।
মুখচুম্বি চারু মাতা কন্যারে কয়॥

কন্য মম গর্ভে ধন্য জনম তোমার।
বদান্যতা দেখি হৃদি প্রফুল্ল আমার॥
প্রণমিয়া ব্যাধদ্বয় বিদায় হইল।
মাতা সুতা দামিনীরে লইয়া চলিল॥
স্নান করি শিবিকায় করি আরোহণ।
বাহকের স্কন্ধে চড়ি যান তিনজন॥
দিবা প্রহরেক গত ঈষদুষ্ণ রবি।
তেজস্বিনী মন্দাকিনী প্রকৃতির ছবি॥
শ্রমজীবি শ্রম করে গরু মাঠে চরে।
টোলে পাঠশালে ছাত্র বিদ্যা শিক্ষা করে॥
নানা স্থানে পাখীকুল চরা করি ফিরে।
পথেতে ধূলিকা পুঞ্জ উড়িছে সমীরে॥
কৃষক মাঠেতে ঘাটে সারিতেছে কাম্।
এতদূরে লেখনীর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম।

(ইতি আলাপ নামক ষষ্ঠ সর্গ।)

সপ্তম সর্গ



সহোদরা

১

অদূরে অপূর্ব্ব গ্রাম, বিখ্যাত শ্রীখণ্ড নাম,
লক্ষ্মী সহ বিরাজেন রাণী।
সুন্দর সুন্দর হাট, সুন্দর দোকান পাট,
স্বাস্থ্য-কর জলবায়ু জানি॥

২

কর্ম্মকার স্বর্ণকার, তন্তুবায় মালাকার,
তৈলকার নাপিত রজক।
উত্তম উত্তম বৈদ্য, ব্যাধি শান্তি করে সদ্য,
বাস করে চণ্ডাল বাদক॥

৩

পূবে নদী মধুমতি, ছুটিতেছে দ্রুতগতি,
কোলে লয়ে কুম্ভীরের পাল।
উত্তরেতে ধান্যক্ষেত্র, দেখিলে যুড়ায় নেত্র,
ক্ষেত্র মধ্য দিয়া ছোটে খাল॥

৪

পশ্চিমে গ্রামের শেষে, জীর্ণ গৃহে ম্লানবেশে,
বাস করে যতেক যবন।
দক্ষিণে প্রকাণ্ড বিল, পাখী করে কিল্ কিল্,
খেলিছে বিবিধ মৎস্যগণ॥

৫

নীচ জাতি পরস্পরে, গ্রাম প্রান্তে বাস করে,
মধ্যে থাকে ভদ্র জাতিগণ।
কায়স্থ বণিক গোপ, দ্বিজ বৈদ্য সদ্গোপ,
সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্রাহ্মণ॥

৬

সকলেরই আছে জমী, অন্নের নাহিক কমি,
ব্রাহ্মণ গ্রামের জমীদার।
অতিথি কুটুম্ব বাসে, বাজার যখন আসে,
পায় সেই সন্তোষ আহার॥

৭

আছে সবে স্ব স্ব ধর্ম্মে, দ্বিজ থাকে দশকর্ম্মে,
কায়স্থ কলম পিশে খায়।
লৌহ পিটে কর্ম্মকার, তৈল বেচে তৈলকার,
কাটে কাল স্ব স্ব ব্যবসায়॥

৮

পল্লীগ্রাম খ্যাত নাম, শ্রীকান্ত গাঙ্গুলি নাম,
গ্রাম জমীদার মহাশয়।
তাঁরি নারী কন্যা সনে, পদ্মাস্নানে হর্ষ মনে,
গিয়াছেন প্রত্যূষ সময়॥

৯

প্রহরেক গত প্রায়, আরোহিয়া শিবিকায়,
নামিলেন আসি অন্তঃপুরে।
চারু দামিনীরে লয়ে, হর্ষ বিকশিত হয়ে,
পশিলেন অন্দর মাঝারে॥

১০

বাহকে শিবিকা নিয়া, যথাস্থানে রাখে গিয়া,
অন্তঃপুর নারী সমুদায়।
দামিনীর রূপ হেরি, সবে দাঁড়াইল ঘেরি,
পরস্পর সকলে বিস্ময়॥

১১

চারু মাতা সকলেরে পরিচয় দিয়া।
পশিলেন নিজ গৃহে দামিনীরে নিয়া॥
আর্দ্র বস্ত্রে খুলি শুষ্ক বস্ত্র পরাইয়া।
আপনার কন্যা হাতে দিলেন সঁপিয়া॥

(ইতি সহোদরা নামক সপ্তম সর্গ।)

অষ্টম সর্গ।

সান্ত্বনা।

১

এক দিন সঙ্গোপনে, দামিনী চারুর সনে,
উদ্যানেতে করিছে ভ্রমণ।
বহে মন্দ সমীরণ, বিহঙ্গ করিছে গান,
অস্তাচলে ডুবিছে তপন॥

২

প্রফুল্ল মুকুলকুলে, অলি গুঞ্জ দলে দলে,
কমলিনী ভাসে আঁখিনীরে।
হেরিয়া দামিনী মুখ, চারুশীলা পেয়ে দুখ,
কহিতে লাগিলা ধরি করে॥

৩

দামিনী ভগিনী মোর, করে আমি ধরি তোর,
বল সখি বল সত্য কথা।
নিশি দিন বিমলিন, মুখশশী জ্যোতিহীন,
কিবা তোর মরমের ব্যথা॥

৪

বড় ভালবাসি তোরে, বঞ্চনা না কর মোরে,
প্রকাশিয়ে বল সত্য বাণী।
হেরিয়ে তোমার মুখ, বিদরিয়ে যায় বুক,
কেন তুমি এতেক দুঃখিনী॥

৫

স্বজনী স্বজন কাছে, কিবা গোপনীয় আছে,
প্রকাশিলে কমে দুঃখ ভার।
মাথা খাও কথা রাখ, বল কেন মৌনী থাক,
একি ভাব অতি চমৎকার॥

৬

শুনি চারুশীলা কথা, দামিনী তুলিয়া মাথা,
দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কহিল।
কি বলিব চারু তোরে, বিধাতা বিমুখ মোরে,
চিরদিন দুঃখেতে দহিল॥

৭

বল্লাল খাইয়া মাথা, সৃজিল কৌলীন্য প্রথা,
স্বর্গ বাটী করিল শ্মশান।
জন্মিয়া কুলীন ঘরে, হৃদয় পাষাণ করে,
সুখ আশা ভস্মেতে প্রদান॥

আবাল্য যাহার সনে, সোদর সমান জ্ঞানে,
ক্রীড়া রসে বেঁটেছি সময়।
এবে সে সুরেণ মোর, বাঁচিয়া সংশয় ডোর,
বিভূ পদে লয়েছে আশ্রয়॥

৯

প্রাণপণে যত্ন করে, হায়রে লভিতে মোরে,
লাভ মাত্র হলো অপমান।
বিচ্ছেদ সহিতে নারি, প্রাণনাথ বনচারি,
এতদিনে ত্যজেছেন প্রাণ॥

১০

হায় সখি কষ্টে প্রাণ, আত্মাতে বিরহ বাণ,
লজ্জা ভয় দিনু বিসর্জ্জন।
সুরেণ সুরেণ বলি, লজ্জা ভয় জলাঞ্জলি,
তনুত্যাগ করেছি মনন॥

১১

নদী জলে দিনু ঝাঁপ, তথাপিও প্রাণ পাপ,
দেহ ছাড়ি গেল না তখন।
ভুঞ্জাতে দারুণ জ্বালা, দয়াবতী ব্যাধ বালা,
শুশ্রূষায় বাঁচালে জীবন॥

১২

ব্যাধের আলয় ছাড়ি, এসেছি তোদের বাড়ী,
মাতা তব জননী সমান।
কত স্নেহ দয়া করে, পালন করিছে মোরে,
তবু কি শীতল হয় প্রাণ॥

১৩

কি করি কোথায় যাব, কোথায় সুরেণে পাব,
হেরিব সে মুখ শশধর।
মধুমাখা কথা শুনে, শীতল করিব প্রাণে,
প্রফুল্লিত হইবে অন্তর॥

১৪

অভাগিনী ভাগ্য গুণে, যদি নাথ ত্যজি প্রাণে,
স্বর্গধামে করেন বসতি।
না রাখিব প্রাণ আর, অনুগামী হব তাঁর,
স্থির সখি করিয়াছি মতি॥

১৫

হারায়ে সুরেণ ধনে, কিছু সাধ নাহি মনে,
জ্বলে প্রাণ ভীষণ জ্বলনে।
কেমনে মরণ হবে, কিসে এই প্রাণ যাবে,
এই চিন্তা শয়নে স্বপনে॥

১৬

দামিনী বচন শুনি, চারুশীলা হয়ে মৌনী,
নীরবেতে করিল রোদন।
বলে সখি কি বলিব, কি দিয়া প্রবোধ দিব,
কেবা দুঃখী তোমার মতন॥

১৭

নারীর সর্ব্বস্ব ধন, স্বামী অতি প্রিয়জন,
সে ধনেতে বঞ্চিত হইলে।
হায় রে দারুণ বিধি, কি লয়ে ধরিবে হৃদি,
শান্তি সুধু শমন লইলে॥

১৮

রবি অস্ত বেলা নাই, চল বন্ ঘরে যাই,
হেথা কাঁদি কিফল হইবে।
যা আছে বিধির মনে, অবশ্য ঘটিবে দিনে,
জ্বালা মাত্র অবলা সহিবে॥

১৯

বিষম কৌলীন্য ছলে, বঙ্গদেশ গেল জ্বলে,
কে ঘুচাবে নারীর যাতনা।
দয়াময় কৃপা করি, রক্ষ কুলীনের নারী,
সহ্য আর না হয় বেদনা॥

২০

দামিনী বচন ধর, স্মর সেই মুর-হর,
হৃদে পাবে হৃদয়ের ধন।
সব জ্বালা ফুরাইবে, সুরেণ-রমণী হবে,
কবি কয় এই ত সাধন॥

(ইতি সান্ত্বনা নামক অষ্টম সর্গ।)

নবম সর্গ।

শ্রীক্ষেত্র যাত্রা।

সুখের ফাল্গুন মাস বসন্ত সময়।
মলয় মারুত মরি মন্দে মন্দে বয়॥
মধুকর মত্ত সদা মকরন্দ পানে।
শরীর প্রফুল্ল হয় কোকিলের গানে॥
সহকার মুকুলের মধুর সৌরভে।
মাতিয়া উঠিল দিক অলিকার লোভে॥
তরু পরে শাখে শাখে বিহঙ্গের আনা।
কোথায় কে গায় গীত নাহি যায় জানা॥
বিরহিণীগণ যত ব্যাকুল হৃদয়।
উন্মাদিনী প্রায় সদা নাথে মনে হয়॥

শ্রীখণ্ড গ্রামের শোভা কে করে বর্ণন।
পল্লিটী শোভিছে যেন নন্দন কানন ॥
নবজাত বৎস সহ গাভী যায় মাঠে।
পরম সুখেতে পল্লিবাসী কাল কাটে ॥
'যুবক-যুবতী" অতি হর্ষকুল মনে।
হাঁসিছে খেলিছে কত লয়ে প্রাণ-ধনে ॥
দামিনীর দুঃখ বল কে করে বর্ণন।
শরীর দহিছে তার মলয় পবন ॥
কোকিলের কুহুস্বরে হৃদে বাজে শর।
উন্মাদিনী প্রায় বালা হইল কাতর ॥
শয়নে ভোজনে মনে কিছু সুখ নাই।
সুরেণ সুরেণ বলি কাঁদেন সদাই ॥
কোথা গেলে প্রাণনাথ ত্যজি অভাগীরে।
আর কি'সে হারানিধি পাইব না ফিরে ॥
আর কি ধরিয়া করে প্রবোধ বচনে।
তুষিবে না অভাগীরে অতীব বচনে ॥
আর কি আদর করি নিকটে বসিয়া।
"তোমারি সুরেণ আমি" কবে না হাঁসিয়া ॥
আর ত সহে না জ্বালা বুক ফেটে যায়।
ত্যজিব এ পাপ প্রাণ কে রোধে আমায় ॥
এ প্রকারে দহে বালা দিবস যামিনী।
কোন সুখ নাহি মনে যেন পাগলিনী ॥

অকস্মাৎ দেখ এক দৈবের ঘটন।
শ্রীক্ষেত্রের পাণ্ডা আসি দিল দরশন॥
দোলায় দোল গোবিন্দ করিতে দর্শন।
শ্রীখণ্ড হইতে যাত্রী করিল গমন॥
দামিনী তাদের সনে মিলিত হইয়া।
শ্রীক্ষেত্র করিল যাত্রা শ্রীদুর্গা স্মরিয়া॥
চারুশীলা মাতা পদে নমস্কার করি।
চারুরে চুম্বিয়া ধনি স্মরিলা শ্রীহরি॥

(ইতি শ্রীক্ষেত্র যাত্রা নামক নবম সর্গ।)

দশম সর্গ

কৌলীন্য প্রথার শ্রাদ্ধ

১

মেদিনী পূরের পথে, এক প্রান্থ নিবাসেতে
বহু যাত্রী মিলিত তথায়।
কেহ রাঁধে কেহ খায়, কেহ শুয়ে নিদ্রা যায়,
কেহ মগ্ন আপন চিন্তায়॥

২

দিবা অবসান প্রায়, দিবাকর অস্ত যায়,
শশধর শোভিছে গগনে।
মন্দ মন্দ গন্ধ বহ, বহিতেছে অহঃ রহঃ,
শঙ্খরোল উঠিছে সঘনে॥

৩

করেতে কপোল রাখি, দামিনী মলিন মুখি,
অশ্রুবিন্দু ঝরিছে নয়নে।
ঘন ঘন বহে শ্বাস, আলুলিত কেশ পাশ,
ভাবিছেন আপনার মনে॥

৪

শূন্য মনে ধরা সনে, বসি বালা এক মনে,
ভাবিছেন সুরেণ কোথায়।
হেনকালে অকস্মাৎ, চকিতা হরিণা মত,
উঠি বালা চারি দিকে চায়॥

৫

পান্থশালা এক ধারে, একটী পর্ণকুটীরে,
তীরবেগে দামিনী ছুটিল।
হায় হায় হরি হরি, কি অদ্ভুত মরি মরি,
হরিষে বিষাদ ঘটিল॥

৬

৬

গৈরিক বসন ধারি, যুবা এক বনচারি,
মৃত্যু মুখে পতিত শয্যায়।
শ্বাস বহে নাভি হতে, জীব সূর্য্য অস্ত যেতে,
বাকি নাই মরি মরি হায়॥

৭

নাহি মুখে অন্য বাণী, কোথা আছরে দামিনী,
আসি দেখ সুরেণের দশা।
তোর লাগি এ জীবন, করিলাম বিসর্জ্জন,
ফুরাইল সব ভালবাসা॥

৮

শোকে দুঃখে জ্ঞানহারা, দামিনী পাগল পারা,
পড়িলেন স্বামী পদতলে।
বলে নাথ দাসী এথা, ঘুচাও মনের ব্যথা,
মাথাটী লইলা কোলে তুলে॥

৯

বিষাদে হরিষ হয়ে, আঁখী দুটী নিমীলিয়ে,
প্রিয়া মুখ সুরেণ হেরিল।
নয়নে বহিল জল, হৃদি হইল বিকল,
জীব-দীপ অমনি নিভিল॥

১০

নাথ মুখে মুখ দিয়া, কত রূপ বিনাইয়া,
কত বার দামিনী ডাকিল।
কে দিবে উত্তর হায়, সুরেণ নাহি ধরায়,
অবশেষে অভাগী বুঝিল ॥

১১

স্বামী বুকে বুক দিয়া, বাম পাশেতে পড়িয়া,
দামিনী রহিলা কিছুক্ষণ।
হায় হায় ওরে বিধি, এই কি তোমার বিধি,
স্বর্ণলতা হইল নিধন ॥

১২

সুখেতে মরিল বালা, যুড়াল সকল জ্বালা,
স্বর্গ-ধামে যায় জায়া পতি।
সমাজের অত্যাচারে, দামিনী সুরেণ মরে,
এই ছবি কৌলীণ্যের গতি ॥

১৩

হা বঙ্গ অতলে যাও, আর কেনরে পোড়াও,
বিপ্রকুলে কৌলীণ্য বিষেতে।
ওহে বঙ্গ নারী নর, স্বদেশ উদ্ধার কর,
দেখ দেশ ডুবিল পাপেতে ॥

১৪

মরি হৃদি ফেটে যায়, হায়রে বলিব কায়,
এইরূপে কত শত মরে।
তথাপি কুহকে মজি, কেনরে কুলীন সাজি,
(কালকূট) খাঁও নিজ করে॥

(ইতি কৌলীণ্য প্রথার শ্রাদ্ধ।)

সমাপ্ত